৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ।

ব্যাংক রেজল্যুশন ডিপার্টমেন্ট (বিআরডি)

বিআরডি সার্কুলার লেটার নং-০১

তারিখ: ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩৩ / ০৯ আগস্ট, ২০২৬

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি।

প্রিয় মহোদয়,

ব্যাংক রেজল্যুশন স্কীম, ২০২৫ (০৯ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত সংশোধিত)

২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখের বিআরডি সার্কুলার লেটার নং-০১ এর অধীন একই তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-বিআরডি/১২-রেজল্যুশন/২০২৫-৭৫৩ এর মাধ্যমে জারীকৃত 'ব্যাংক রেজল্যুশন স্কীম, ২০২৫' উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ০৯ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং- বিআরডি/১২-রেজল্যুশন/২০২৬-৮৫৪ এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপনপূর্বক আপনাদের অবগতি ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(আবু ছালেহ মুহম্মদ সাহাব উদ্দীন)
পরিচালক(বিআরডি)
ফোনঃ +৮৮-০২-২২২২৫১১০১

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

<u>প্রজ্ঞাপন</u>
ব্যাংক রেজল্যুশন স্কীম, ২০২৫
(০৯ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত সংশোধিত)

সূত্র নং-বিআরডি/১২-রেজল্যুশন/২০২৬-৮৫৪ তারিখঃ ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩৩ / ০৯ আগস্ট, ২০২৬

[যেহেতু ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর অধীনে বিদ্যমান ব্যাংক রেজল্যুশন স্কীম, ২০২৫ প্রণয়ন করা হয় এবং যেহেতু পরবর্তীতে ব্যাংক রেজল্যুশন আইন, ২০২৬ সংসদ কর্তৃক পাশ হয়, সেহেতু বিদ্যমান রেজল্যুশন স্কীম বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত বিভিন্ন আইনগত, নিয়ন্ত্রণ আরোপ সংক্রান্ত ও পরিচালনাগত বিষয়ে অধিকতর স্পষ্টতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা, পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে স্কীমের বিধানসমূহ হালনাগাদ ও বাস্তবায়নযোগ্য করা, আমানতকারী, ঋণদাতা এবং অন্যান্য অংশীজনের স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সুশৃঙ্খল ও কার্যকর রেজল্যুশন নিশ্চিত করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, ব্যাংক রেজল্যুশন আইন, ২০২৬ এবং ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত বিদ্যমান রেজল্যুশন স্কীমে নিম্নরূপ সংশোধন আনা হইলো][১]:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও [প্রয়োগ][২]। - (১) এই স্কীম ব্যাংক রেজল্যুশন স্কীম, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

[(২) রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নবগঠিত রাষ্ট্র মালিকানাধীন শরিয়াহ্‌ভিত্তিক সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. এর নিকট এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ পিএলসি., ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., এবং ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি. এর দায়-সম্পদ, মানবসম্পদ হস্তান্তরসহ রেজল্যুশন কর্মকৌশল প্রয়োগের বিষয়টি এই স্কীমের মাধ্যমে সম্পাদিত হইবে।][৩]

[(৩) এই স্কীম বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাহার, প্রতিস্থাপন বা অন্যথায় সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ ও কার্যকর থাকিবে এবং উক্ত সময়কালে বাংলাদেশ ব্যাংক অত্র স্কীমে বর্ণিত যে কোন বিধান প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) এই স্কীম বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাহার, প্রতিস্থাপন বা অন্যথায় সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., তাহার পরিচালনা পর্ষদ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা, কর্মচারী অথবা তাহার পক্ষে কার্যসম্পাদনকারী কোন ব্যক্তি বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি ব্যতীত এই স্কীমের বিধানাবলির পরিপন্থি কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণ, কার্যক্রম পরিচালনা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৫) রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক, হস্তান্তর-গ্রহীতা ব্যাংক-এর দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, সম্পদের হেফাজত ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশাসকগণকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।][৪]

২। সংজ্ঞা।-বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই রেজল্যুশন স্কীমে, -

(১) **"ক, খ, গ শ্রেণির শেয়ারধারক"** অর্থ অনুচ্ছেদ ৪(৩) এ উল্লেখিত ক, খ ও গ শ্রেণির শেয়ারধারক;

---

[১] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[২] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৩] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৪] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংযোজিত।

(২) [****][৫]

(৩) "আমানতকারী" অর্থ [এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ পিএলসি.,][৬] ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., এবং ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি. এর আমানতকারী;

(৪) **"কার্যকর তারিখ"** অর্থ এই রেজল্যুশন স্কীম ঘোষণার তারিখ [(অর্থাৎ ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫), যদি না বাংলাদেশ ব্যাংক এই স্কীমের কোন বিশেষ নির্দেশনার জন্য ভিন্ন কোন তারিখ ঘোষণা করে;

(৪ক) **"সমাপন তারিখ"** অর্থ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সেই তারিখ, যে তারিখে অত্র রেজল্যুশন স্কীম বা এর কোন নির্দিষ্ট বিধানের অধীন গৃহীত কার্যক্রম, ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত ও সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।][৭]

[(৫) **"প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারী"** বলিতে কর্পোরেশন, কোম্পানি, সোসাইটি, ট্রাস্ট বা অন্য যে কোনো স্বীকৃত আইনগত সত্তা বা সংস্থাকে বুঝাইবে;

(৬) **"অ-প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারী"** বলিতে এমন কোনো প্রাকৃতিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে বুঝাইবে, যাহারা ব্যক্তিগত নামে বা যৌথ নামে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আমানত স্থাপন করেন এবং একক মালিকানাধীন ও যৌথ মালিকানাধীন ফার্মও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে;][৮]

(৭) **"হ্রাসকৃত দায়"** অর্থ রেজল্যুশন স্কীম অনুযায়ী হ্রাস করিবার পর আমানতকারী, পাওনাদার ও শেয়ারধারকদের নিকট [হস্তান্তরকারী ব্যাংকের][৯] দায়;

(৮) **"হস্তান্তরকারী ব্যাংক"** অর্থ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ পিএলসি., ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., এবং ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি.।

৩। **হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংকের নাম, ইত্যাদি**।- (১) [এই রেজল্যুশন স্কীম এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক হিসাবে অভিহিত হইবে।][১০]

(২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর আওতায় ব্যাংকটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হইয়াছে।

(৩) ক-শ্রেণির শেয়ারধারকগণ ব্যাংকটির উদ্যোক্তা শেয়ারধারক হিসাবে বিবেচিত হইবে।

[(৪) অত্র স্কীমের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংককে উহার কার্যাবলি, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং এই স্কীম বাস্তবায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক যে কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ, আদেশ বা পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।][১১]

৪। **মূলধন**।-(১) [হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংকের][১২] অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৪০,০০০ কোটি টাকা।

---

[৫] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক বিলুপ্ত।
[৬] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৭] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংযোজিত।
[৮] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৯] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংযোজিত।
[১০] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[১১] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংযোজিত।
[১২] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।

(২) ব্যাংকটির [প্রাথমিক পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২০,০০০ কোটি টাকা। তবে অনুচ্ছেদ ৩(খ) ও ৩(গ) বাস্তবায়ন সাপেক্ষে পরিশোধিত মূলধন দাঁড়াইবে ৩৫,০০০ কোটি টাকা।][১৩]

(৩) অনুচ্ছেদ ৫ এর [নির্দেশনা অনুযায়ী][১৪], পরিশোধিত মূলধন নিম্নরূপভাবে গঠন করা হইবেঃ

(ক) [সরকার কর্তৃক মূলধন বাবদ ২০,০০০ কোটি টাকা প্রদান করায় তদ্‌কর্তৃক মনোনীত শেয়ারধারকগণ রেজল্যুশন স্কীমে ক-শ্রেণির শেয়ারধারক হিসাবে অভিহিত হইবেন;][১৫]

(খ) হস্তান্তরকারী ব্যাংকসমূহে রক্ষিত আমানতকারী ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ, যাহাদের স্থায়ী আমানতের অংশ হইতে মূলধন হিসাবে ৭,৫০০ কোটি টাকা শেয়ারে রূপান্তরিত হইবে, রেজল্যুশন স্কীমে খ-শ্রেণির শেয়ারধারক হিসাবে অভিহিত হইবে;

(গ) ব্যাংক এবং ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যাহাদের স্থায়ী আমানতের অংশ হইতে মূলধন হিসাবে ৭,৫০০ কোটি টাকা শেয়ারে রূপান্তরিত হইবে, রেজল্যুশন স্কীমে গ-শ্রেণির শেয়ারধারক হিসাবে অভিহিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, [গ্র্যাচ্যুইটি ও কল্যাণ তহবিল][১৬], জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি, বহুজাতিক কোম্পানি, [হস্তান্তরকারী ব্যাংকসমূহ, বিদেশী দূতাবাসসমূহ এবং অনুরূপ উদ্দেশ্যে গঠিত বিবেচনাযোগ্য অন্যান্য আমানত হিসাব ইহার আওতাবহির্ভূত থাকিবে।

আরও শর্ত থাকে যে, শেয়ার ধারণ প্রসঙ্গে ভিন্নরূপ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।][১৭]

৫। **মূলধন পরিশোধ পদ্ধতি**।- ক-শ্রেণির শেয়ারধারকগণ নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে অনুচ্ছেদ-৪ এ উল্লিখিত শেয়ারমূল্য পরিশোধ করিয়াছে। খ-শ্রেণির শেয়ারধারকগণ হস্তান্তরকারী ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত আমানতের বিপরীতে তাহাদের দায় (যদি থাকে) সমন্বয়ের পর নীট স্থিতির পরিমাণ হইতে অনুচ্ছেদ-৪ এ উল্লিখিত শেয়ারমূল্য পরিশোধ করিবে। এইক্ষেত্রে, খ-শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পরিমাণের শেয়ার ঐ শ্রেণিভুক্ত সকল শেয়ারধারককে আনুপাতিক (pro rata) হারে ধারণ করিতে হইবে। গ-শ্রেণির শেয়ারধারকগণকেও খ-শ্রেণির শেয়ারধারকগণের অনুরূপ প্রক্রিয়ায় শেয়ারমূল্য পরিশোধ ও শেয়ার ধারণ করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি খ-শ্রেণি অথবা গ-শ্রেণির শেয়ারধারকগণের জন্য নির্ধারিত অংশের সম্পূর্ণ শেয়ার সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিশোধিত না হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক যেইরূপ স্থির করিবে, সেইরূপে ঐ অবন্টিত শেয়ার বন্টন করা যাইবে।

৬। **ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিলের ব্যবহার**।-হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদন সাপেক্ষে, ব্যাংক রেজল্যুশন [আইন][১৮] এর আওতায় ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল হইতে নির্ধারিত মুনাফা হার ও শর্তাধীনে, সময় সময়, কর্জ বা আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭। **সম্পদ, দায় ইত্যাদি হস্তান্তর**।-(১) এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ পিএলসি., ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., এবং ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি. এর

---

[১৩] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[১৪] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[১৫] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[১৬] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[১৭] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[১৮] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।

[২৮/১২/২০২৫ তারিখভিত্তিক][১৯] সমুদয় ব্যবসা, সম্পদ, দায় এবং স্থিতিপত্র বহির্ভূত ঘটনা-সাপেক্ষ দায় ও প্রতিশ্রুতিসমূহ রেজল্যুশন স্কীম অনুযায়ী কার্যকর তারিখ হইতে হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংকের উপর ন্যস্ত হইবেঃ

[তবে শর্ত থাকে যে, ফলপ্রসূ রেজল্যুশনের উদ্দেশ্যে সমাপন তারিখের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ ও সমন্বয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নক্রমে ২৮/১২/২০২৫ তারিখভিত্তিক প্রস্তুতকৃত সর্বশেষ হিসাব বিবরণীই হস্তান্তরিত সম্পদ ও দায়ের চূড়ান্ত তালিকা বলিয়া গণ্য হইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত তারিখের পর দায় সম্পদ সংক্রান্ত কোনো বিষয়ের উদ্ভব হইলে, তাহা উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করিবে।][২০]

[****][২১]

(২) [যে সকল ক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী ব্যাংকের ঘটনা-সাপেক্ষ দায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অবলুপ্ত হইয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মার্জিন হিসাবের স্থিতি (যদি থাকে) উক্ত দায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের কন্ট্রা-দায় সমন্বয় করা হইবে।][২২]

৮। [****][২৩]

৯। [****][২৪]

১০। **ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও দায় হ্রাসকরণ।** (১) হস্তান্তরকারী ব্যাংকের শেয়ারধারকগণের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক রেজল্যুশন [আইন এর ধারা ৩৭][২৫] এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শেয়ারধারকের কোনো দায় হস্তান্তরকারী ব্যাংকে থাকিলে উহা শেয়ারবাবদ তাহার প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের সহিত সমন্বয় করা হইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, ব্যাংকের স্বার্থ বিরোধী বা আইনের পরিপন্থি কার্যকলাপের জন্য কোনো শেয়ারধারকের শেয়ার বাজেয়াপ্ত হইলে, তিনি তাহার শেয়ারের বিপরীতে ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না।

(২) হস্তান্তরকারী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত মুদারাবা সাব-অর্ডিনেটেড বন্ড এবং মুদারাবা পারপেচ্যুয়াল বন্ড [১০০% হারে (মূলধন ও মূলধন-বহির্ভূত উভয় অংশ)][২৬] হ্রাস করা হইবেঃ

[তবে শর্ত থাকে যে, বন্ডধারক কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচ্যুইটি বা কল্যাণ তহবিল হইলে, সেই ক্ষেত্রে রেজল্যুশন স্কীমের এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।][২৭]

(৩) হস্তান্তরকারী ব্যাংকগুলিকে তারল্য সহায়তা বাবদ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত তহবিলের উপর, [বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত,][২৮] ব্যাংক হার (Bank Rate) হইতে ১% কম হারে মুনাফা প্রদেয় হইবে।

---

[১৯] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[২০] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[২১] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক বিলুপ্ত।
[২২] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[২৩] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক বিলুপ্ত।
[২৪] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক বিলুপ্ত।
[২৫] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[২৬] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[২৭] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[২৮] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংযোজিত।

(৪) হস্তান্তরকারী ব্যাংকের অন্যান্য যে কোনো দায় হ্রাসের ক্ষেত্রে ব্যাংক রেজল্যুশন [আইন][২৯] এ অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাইবে।

১১। **আমানত**।-[(১ক) হস্তান্তরকারী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কোনো বৎসরে নীট মুনাফা অর্জনসাপেক্ষে শরীয়াহ্ অনুযায়ী ঐ বৎসরে সকল প্রকার আমানত হিসাবের বিপরীতে মুনাফা হিসাবায়নযোগ্য হইবে। তবে কোনো বৎসরে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক নীট মুনাফা অর্জিত না হইলেও আমানতকারীদের স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত হারে কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির আমানতের বিপরীতে 'ইহ্সান' হিসাবে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যাইবে। এইরূপ হিসাবায়ন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ভূতাপেক্ষভাবেও (Retrospective) আরোপ করা যাইবে।][৩০]

(১) [দফা (১ক) পরিপালন করিয়া হস্তান্তরকারী ব্যাংকসমূহে চলতি, সঞ্চয়ী বা অনুরূপ হিসাবধারী, এবং স্থায়ী-প্রকৃতির হিসাবধারী আমানতকারীদের আমানত স্থিতি ঐ সকল ব্যাংকের (রেজল্যুশনের আওতাধীন) যে কোনটিতে তাহাদের স্ব স্ব দায় (যদি থাকে)-এর সমপরিমাণ সমন্বয় করা যাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রহীতা ভিন্ন হইলে, শ্রেণিকৃত বিনিয়োগ আদায়ের লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে এরূপ সমন্বয় করা যাইবে।][৩১]

(২) [যদি কোন আমানত হিসাবের সঠিকতা সম্পর্কে হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংকের যুক্তিসংগত সন্দেহ থাকে, উক্ত হিসাবের স্থিতির সঠিকতা নির্ণয়ে সমাপন তারিখ হইতে অনধিক ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এইরূপ হিসাবের সঠিকতা নিরূপণ করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নিরীক্ষণ কার্য সম্পাদনের ব্যয় হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক বহন করিবে।][৩২]

(৩) [আমানত সুরক্ষা আইন, ২০২৬ এর আওতায় আমানত সুরক্ষা তহবিল হইতে বিধি মোতাবেক হস্তান্তরকারী ব্যাংকের যোগ্য আমানতকারীদের প্রদেয় অর্থ, যথাযথ প্রমাণাদি দাখিল সাপেক্ষে, হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংককে প্রদান করা হইবে। [হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক, এই রেজল্যুশন স্কীমের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি সাপেক্ষে, গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী সুরক্ষিত আমানত এর সমপরিমাণ দায় পরিশোধ করিবে।][৩৩]

(৪) **প্রাতিষ্ঠানিক আমানত**।- (ক) প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারীদের স্থায়ী বা শরিয়াহ ভিত্তিক অনুরূপ আমানত [****][৩৪] ব্যতীত অন্যান্য আমানত (চলতি, সঞ্চয়ী, এসএনডি ইত্যাদি) পরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সূচি অনুসৃত হইবে, যথা:-

২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত সুরক্ষিত আমানত	কার্যকর তারিখ হইতে যে কোন সময়
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ৩ মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ৬ মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ৯ মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ১২ মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ১৫ মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ১৮ মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ২১ মাস পর
অবশিষ্ট আমানত	কার্যকর তারিখ হইতে ২৪ মাস পর

[২৯] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৩০] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংযোজিত।
[৩১] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৩২] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৩৩] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৩৪] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক বিলুপ্ত।

(খ) [****][৩৫] স্থায়ী আমানতধারী প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারীগণ কর্তৃক অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী শেয়ার মূল্য পরিশোধের পর অবশিষ্ট স্থায়ী আমানত নির্ধারিত তারিখ হইতে ৫ বৎসর-মেয়াদি স্থায়ী আমানত হিসাবে গণ্য হইবে এবং ইহার বিপরীতে ব্যাংক হার অপেক্ষা ১% কম সরল মুনাফা হার প্রযোজ্য হইবে। উক্ত মুনাফা আমানতকারীগণ বৎসরান্তে উত্তোলন করিতে পারিবেন।

[(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচ্যুইটি ও কল্যাণ তহবিল, জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি, বহুজাতিক কোম্পানি, বিদেশি দূতাবাসসমূহ এবং অনুরূপ উদ্দেশ্যে গঠিত বিবেচনাযোগ্য অন্যান্য আমানত হিসাবে হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংকের সক্ষমতা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে স্বাভাবিক লেনদেনের সুযোগ প্রদান করা হইবে।] [৩৬]

[(ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ (৪)(ক), (৪)(খ) ও (৪)(গ)-এর বিধানাবলি সত্ত্বেও, জরুরি পরিস্থিতি, জনস্বার্থ, আর্থিক স্থিতিশীলতা অথবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বাস্তবতা বিবেচনায় যথাযথ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, সাধারণভাবে সকল আমানতকারী অথবা কোনো বিশেষ আমানতকারী বা আমানতকারীগণের ক্ষেত্রে উক্ত বিধানাবলির সম্পূর্ণ বা আংশিক শিথিলতা প্রদান করা এবং এইরূপ শিথিলতার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত, সীমাবদ্ধতা বা নির্দেশনা আরোপ করা যাইবে।][৩৭]

(৫) **অ-প্রাতিষ্ঠানিক আমানত**।-(ক) অ-প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারীদের স্থায়ী বা শরিয়াহ্ভিত্তিক অনুরূপ আমানত [****][৩৮] ব্যতীত অন্যান্য আমানত (চলতি, সঞ্চয়ী ইত্যাদি) পরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সূচি অনুসৃত হইবে, যথা:-

২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত সুরক্ষিত আমানত	কার্যকর তারিখ হইতে যে কোন সময়
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ৩ মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ৬ মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ৯ মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ১২ মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ১৫ মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ১৮ মাস পর
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কার্যকর তারিখ হইতে ২১ মাস পর
অবশিষ্ট আমানত	কার্যকর তারিখ হইতে ২৪ মাস পর

(খ) অ-প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারীদের মেয়াদি/স্থায়ী বা শরিয়াহ্ভিত্তিক অনুরূপ আমানতের দায় [****][৩৯] মেয়াদপূর্তির পূর্বে পরিশোধ করা যাইবে না। মেয়াদপূর্তির পর আমানতকারীর স্থায়ী আমানত পরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সূচি অনুসৃত হইবে, যথা:-

২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত সুরক্ষিত আমানত	[মেয়াদপূর্তির][৪০] তারিখ হইতে যে কোন সময়
৩ মাস মেয়াদি স্থায়ী আমানত	[মেয়াদপূর্তি অথবা কার্যকর তারিখ, যাহা পরে সংঘটিত হয়, সেই][৪১] তারিখ হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩ বার নবায়নকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

[৩৫] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক বিলুপ্ত।
[৩৬] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৩৭] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংযোজিত।
[৩৮] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক বিলুপ্ত।
[৩৯] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক বিলুপ্ত।
[৪০] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৪১] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।

৩ মাস উর্ধ্ব হইতে ৬ মাস পর্যন্ত মেয়াদি/স্থায়ী আমানত	[মেয়াদপূর্তি অথবা কার্যকর তারিখ, যাহা পরে সংঘটিত হয়, সেই][৪২] তারিখ হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২ বার নবায়নকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।
৬ মাস উর্ধ্ব হইতে ১ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদি/স্থায়ী আমানত	[মেয়াদপূর্তি অথবা কার্যকর তারিখ, যাহা পরে সংঘটিত হয়, সেই][৪৩] তারিখ হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২ বার নবায়নকৃত বলিয়া গণ্য হইবে ।
১ বৎসর উর্ধ্ব মেয়াদি/স্থায়ী আমানত	[মেয়াদপূর্তি অথবা কার্যকর তারিখ, যাহা পরে সংঘটিত হয়, সেই তারিখ হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২][৪৪] বৎসর মেয়াদি আমানত বলিয়া গণ্য হইবে। [****][৪৫]

[তবে শর্ত থাকে যে, উপরিল্লিখিত মেয়াদী বা স্থায়ী প্রকৃতির আমানত হিসাবসমূহ প্রতিবার নবায়নের সময়, গ্রাহক চাহিলে, উক্ত সময়কালে অর্জিত মুনাফা হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক পরিশোধ করিবে। একইভাবে, নির্দিষ্ট সময়ান্তে পরিশোধিতব্য মুনাফা স্কীমের ক্ষেত্রেও উক্ত সময়কালে অর্জিত মুনাফা ব্যাংক পরিশোধ করিবে।][৪৬]

[(গ) উপ-অনুচ্ছেদ (ক) ও (খ)-এ বর্ণিত বিধানাবলি সত্ত্বেও, হিসাবধারী ব্যক্তি অথবা তাঁহার স্ত্রী, স্বামী, পিতা, মাতা, পুত্র বা কন্যার চিকিৎসা, শিক্ষা কিংবা জরুরি বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যয় মেটানোর প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান হইলে, যথাযথ প্রমাণাদি ও পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া, সাধারণভাবে সকল আমানতকারী অথবা কোনো বিশেষ আমানতকারী বা আমানতকারীগণের ক্ষেত্রে উক্ত উপ-অনুচ্ছেদসমূহের বিধান আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে শিথিল করা যাইবে।

আরও শর্ত থাকে যে, হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে জমাকৃত আমানত (হজ্ব সঞ্চয়ী স্কীম) অথবা হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত নিবন্ধন প্রমাণিত হওয়া সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আমানত হিসাব হইতে তাঁহার হজ্ব এজেন্সি বা সরকার বরাবর পরিশোধের ক্ষেত্রে স্কীমের এই শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

(ঘ) মাসিক বা নিয়মিতভিত্তিতে প্রদেয় জমার মাধ্যমে গঠিত ডিপিএস প্রকৃতির আমানত হিসাবের ক্ষেত্রে, মেয়াদপূর্তিতে এই স্কীমের দফা ১১(১ক) অনুযায়ী আমানত স্থিতি হিসাবায়নের পর স্থিতির সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে সঞ্চয়ী হিসাবে স্থানান্তর করিতে হইবে। স্থানান্তরের পর উক্ত হিসাব হইতে গ্রাহক ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত সুরক্ষিত আমানত উত্তোলন করিতে পারিবেন এবং অবশিষ্ট অর্থ ন্যূনতম ০২ (দুই) বৎসর-মেয়াদি স্থায়ী প্রকৃতির আমানত হিসাবে (নিয়মিত ভিত্তিতে মুনাফাযোগ্য অথবা পূর্ণাঙ্গ মেয়াদান্তে মুনাফাসহ প্রাপ্য) চলমান রাখিতে হইবে।

কোন ডিপিএস হিসাব মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করিতে চাহিলে সংশ্লিষ্ট আমানতকারী একটি আবেদন দাখিল করিবেন। উক্ত হিসাবে জমাকৃত আসলের বিপরীতে কোন মুনাফা প্রদেয় হইবে না এবং উক্ত আসল আবেদনের তারিখ হইতে ন্যূনতম ০২(দুই) বৎসর মেয়াদি স্থায়ী প্রকৃতির আমানত হিসাবে (নিয়মিত ভিত্তিতে মুনাফাযোগ্য অথবা পূর্ণাঙ্গ মেয়াদান্তে মুনাফাসহ প্রাপ্য) রূপান্তরিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) Bills payable-এর অন্তর্ভুক্ত Instrument-সমূহ ন্যূনতম ০২ (দুই) বৎসর-মেয়াদি স্থায়ী প্রকৃতির আমানত হিসাবে (নিয়মিত ভিত্তিতে মুনাফাযোগ্য অথবা পূর্ণাঙ্গ মেয়াদান্তে মুনাফাসহ প্রাপ্য) রূপান্তরিত বলিয়া গণ্য হইবে।][৪৭]

---

[৪২] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৪৩] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৪৪] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৪৫] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক বিলুপ্ত।
[৪৬] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৪৭] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংযোজিত।

(৬) ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য স্থায়ী আমানতকারীগণ তাহাদের স্থায়ী আমানতের [স্থিতির বিপরীতে সর্বোচ্চ ৪০% পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে।][৪৮]

(৭) অন্যান্য দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে [সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় মুনাফার হার ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করা হইবে।][৪৯]

[(৮) [****][৫০]

[(৯) গ্রাহকের সঞ্চয়পত্র ও রেমিটেন্স এর পাওনা ব্যাংক যথারীতি প্রদান করিবে।][৫১]

১২। [****][৫২]

১৩। **হস্তান্তরের পর হইতে আমানতের উপর প্রদেয় মুনাফা**।- হস্তান্তরের পর হইতে স্কীমের অন্তর্ভুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়ী আমানত ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমানতের উপর এবং নতুন সংগৃহীত আমানতের উপর প্রদেয় মুনাফার হার [হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক][৫৩] কর্তৃক বাজারে বিদ্যমান হারের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ধার্য করা হইবে।

১৪। **আন্তঃব্যাংক দায় (Inter-bank Liabilities)**।- আন্তঃব্যাংক দায় (Inter-bank Liabilities) [****][৫৪] সমন্বয়ের পর হিসাবায়িত নীট দায় কার্যকর তারিখ হইতে ১০ বৎসরে প্রদেয় হইবে। এই ক্ষেত্রে নীট বকেয়া দায় স্থিতির উপর ব্যাংক হার অপেক্ষা ১% কম হারে মুনাফা প্রদেয় হইবে।

১৫। **হস্তান্তরকারী ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি সমন্বয়**।- কার্যকর তারিখের পূর্বদিন পর্যন্ত হস্তান্তরকারী ব্যাংকসমূহের যে প্রভিশন ঘাটতি থাকিবে, তাহা [হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক কর্তৃক][৫৫] পরবর্তী ১০ (দশ) আর্থিক বৎসরে অর্জিত মুনাফা হইতে ক্রমান্বয়ে সমন্বয় করা যাইবে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক এই মেয়াদ ব্যাংকটির আর্থিক অবস্থার নিরিখে হ্রাস/বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

১৬। **চেকবহি ও ব্যাংকিং দলিল ব্যবহারের অস্থায়ী স্বীকৃতি ও বৈধতা**।- (১) এই রেজল্যুশন স্কীম কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভিন্ন কোনো নির্দেশ জারি না করা পর্যন্ত, হস্তান্তরকারী ব্যাংকের নামে বা পরিচয়ে মুদ্রিত, প্রকাশিত বা ব্যবহৃত সকল চেকবহি, ডিপোজিট স্লিপ, উত্তোলন স্লিপ, ভাউচার, ফরম, রসিদ, আবেদনপত্র এবং অন্যান্য সকল ব্যাংকিং দলিল, যে নামেই বা যে পরিচয়েই মুদ্রিত বা উপস্থাপিত হউক না কেন, [উক্ত দলিলসমূহ হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংকের বৈধ ও অনুমোদিত দলিল বলিয়া গণ্য ও বিবেচিত হইবে।][৫৬]

(২) দফা (১) অনুযায়ী ব্যবহৃত ও উপস্থাপিত কোনো চেক, ডিপোজিট স্লিপ, উত্তোলন স্লিপ, ভাউচার বা অন্যান্য ব্যাংকিং দলিলের ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র হস্তান্তরকারী ব্যাংকের নাম, লোগো, সংক্ষিপ্ত নাম বা অন্যান্য পরিচিতি উল্লেখ থাকিবার কারণে উক্ত দলিলের বৈধতা, কার্যকারিতা বা গ্রহণযোগ্যতা কোনোভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ হইবে না বা অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক উক্ত দলিলসমূহ গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ, নিষ্পত্তি ও হিসাবভুক্ত করিবার জন্য সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও কর্তৃত্বপ্রাপ্ত হইবে এবং এই সংক্রান্ত সকল অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত হইবে।

---

[৪৮] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৪৯] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৫০] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক বিলুপ্ত।
[৫১] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংযোজিত।
[৫২] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক বিলুপ্ত।
[৫৩] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৫৪] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক বিলুপ্ত।
[৫৫] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংযোজিত।
[৫৬] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।

(৪) এই দফার অধীন সম্পাদিত বা নিষ্পন্নকৃত যে কোন লেনদেন, প্রদান, গ্রহণ বা সমন্বয় আইনগতভাবে বৈধ ও বাধ্যতামূলক বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই বিষয়ে কোনো গ্রাহক, আমানতকারী, পক্ষ বা তৃতীয় পক্ষ কোনো আপত্তি, দাবি বা প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবে না, কেবলমাত্র এই কারণে যে সংশ্লিষ্ট দলিলে হস্তান্তরকারী ব্যাংকের নাম বা পরিচয় ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৫) হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক, প্রয়োজনে এবং প্রশাসনিক সুবিধার্থে, পর্যায়ক্রমে নতুন চেকবহি, ডিপোজিট স্লিপ, উত্তোলন স্লিপ ও অন্যান্য ব্যাংকিং দলিল ইস্যু করিতে পারিবে এবং সেই সময় পর্যন্ত এই ধারার বিধান বলবৎ ও কার্যকর থাকিবে।

[(৬) কার্যকর তারিখ হইতে সমাপন তারিখ পর্যন্ত রেজল্যুশন কার্যক্রমের আওতায় নিযুক্ত প্রশাসকগণ কর্তৃক গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.-এর স্বার্থে ও পক্ষে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।][৫৭]

১৭। হস্তান্তরকারী ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী।- (১) [কার্যকর তারিখের অব্যবহিত পূর্ব তারিখে হস্তান্তরকারী ব্যাংকের চাকরিতে নিযুক্ত যাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বা মামলা নাই ও যাহারা চাকরি-বিধি অনুসরণপূর্বক হস্তান্তরকারী ব্যাংকের চাকরিতে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহারা কার্যকর তারিখ হইতে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.-তে স্থানান্তরিত (transferred) বলিয়া গণ্য হইবেন।][৫৮]

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যাংকের চাকরিতে থাকিবেন, তাহাদের চাকরির শর্তাবলি [****][৫৯] ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে এবং ইহাতে যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রাপ্ত সুবিধাদি হ্রাস পায় তাহা হইলে ঐ কর্মকর্তা/কর্মচারী কোন আপত্তি করিতে পারিবে না।

(২) কার্যকর তারিখে বা এর পরবর্তী কোন তারিখে হস্তান্তরকারী ব্যাংক এর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংকে চাকরি না করিবার ব্যাপারে লিখিত অভিমত ব্যক্ত করিলে, হস্তান্তরকারী ব্যাংকের সহিত তাহার চাকরি সংক্রান্ত চুক্তিতে অন্য রকম যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তিনি হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(৩) হস্তান্তরকারী ব্যাংক এর সহিত উহার কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকরি সংক্রান্ত চুক্তিতে অন্য রকম যাহা কিছুই থাকুক না কেন, হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে অথবা হস্তান্তরকারী ব্যাংক এর যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রতারণামূলক বা চাকরি বিধি পরিপন্থি কর্মকান্ডের প্রমাণ পাইলে যে কোন সময়ে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাহাকে বরখাস্ত করিতে পারিবেন।

[(৪) অনুচ্ছেদ ১৭(১) যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সমাপন তারিখের পূর্ব পর্যন্ত, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে, স্থানান্তরিত/স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।][৬০]

১৮। হিসাবের বহি বন্ধকরণ।- কার্যকর তারিখের অব্যবহিত পূর্ব কার্যদিবস শেষে হস্তান্তরকারী ব্যাংকের হিসাব বহিসমূহ বন্ধ হইবে।

১৯। মামলা মোকদ্দমা।- [এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ পিএলসি.][৬১], ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি., সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. এবং ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি. কর্তৃক বা উহাদের

---

[৫৭] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংযোজিত।
[৫৮] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৫৯] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক বিলুপ্ত।
[৬০] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংযোজিত।
[৬১] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।

বিরুদ্ধে যে সকল মামলা মোকদ্দমা বা আইনগত কার্যধারা [কার্যকর তারিখে][৬২] অনিষ্পন্ন থাকিবে, সেই সকল মামলা মোকদ্দমা সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি. কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

২০। [**প্রতিস্থাপন ও হেফাজত**।- (১) ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে জারিকৃত ব্যাংক রেজল্যুশন স্কীম, ২০২৫ এতদ্বারা প্রতিস্থাপন করা হইল।][৬৩]

(২) হস্তান্তরকারী ব্যাংকের আমানতকারী ও পাওনাদারদের স্বার্থে রেজল্যুশন স্কীমের মাধ্যমে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরল বিশ্বাসে গৃহীত বা গ্রহণের প্রক্রিয়াধীন কোন কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে ব্যাংক রেজল্যুশন [আইন এর ধারা ৬৫, ৬৬ ও ৬৮][৬৪] এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

২১। **শর্ত পরিবর্তনে বাংলাদেশ ব্যাংকের এখতিয়ার**।- বাস্তবতার নিরিখে এই স্কীমের কোন শর্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক তাহা পরিবর্তনের [এবং তদানুযায়ী যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের][৬৫] অধিকার সংরক্ষণ করে।

[**২১ক**। হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক-এর কার্যক্রম পরিচালনা, সম্পদ ও দায়-দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে রেজল্যুশন কার্যক্রমের আওতায় পূর্বে নিযুক্ত প্রশাসকগণ কর্তৃক হস্তান্তরগ্রহীতা ব্যাংক-এর পক্ষে বা স্বার্থে গৃহীত, সম্পাদিত বা পরিচালিত সকল কার্যক্রম, সিদ্ধান্ত ও লেনদেন বৈধ, অনুমোদিত ও কার্যকর হিসাবে গণ্য হইবে।

২১খ। এই স্কীমে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জরুরি পরিস্থিতি, জনস্বার্থ, আর্থিক স্থিতিশীলতা, আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ অথবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বাস্তবতা বিবেচনায়, বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোন সময় রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য, নীতি ও লক্ষ্যসমূহের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোন সিদ্ধান্ত, নির্দেশনা বা ব্যবস্থা গ্রহণ, সংশোধন, স্থগিত অথবা বাস্তবায়ন করিবার ক্ষমতা ও অধিকার সংরক্ষণ করে।][৬৬]

২২। **ব্যাখ্যা**।- রেজল্যুশন স্কীমের কোন বিধানের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সেই সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(মোঃ মোস্তাকুর রহমান, এফসিএমএ)
গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

[৬২] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৬৩] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংযোজিত।
[৬৪] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংশোধিত।
[৬৫] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংযোজিত।
[৬৬] ব্যাংক রেজল্যুশন (সংশোধন) স্কীম, ২০২৬ মোতাবেক সংযোজিত।